দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা

কিভাবে শ্রীল বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ে ধাবিত হয়ে দ্বারকা গমন করছেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের মুখ থেকে রুক্মিণীর বার্তা শ্রবণ করলেন এবং তাকে তাঁর পত্নীরূপে মনোনীত করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা কৃপা প্রদর্শিত হবার পর রাজা মুচুকুন্দ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও প্রদক্ষিণ করলেন। রাজা এরপর গুহা ত্যাগ করে দেখলেন যে, তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন, সেই সময়ের চেয়ে মানুষ, পশু ও বৃক্ষলতা সকলই ক্ষুদ্রকায় হয়েছে। তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে, কলি যুগ সমাগত। এর ফলে, সকলপ্রকার জড়জাগতিক সঙ্গসান্নিধ্য থেকে নিরাসক্ত হওয়ার মনোভাবে, রাজা তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা শুরু করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যা তখনও যবন সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েই ছিল। তিনি এই সৈন্য সমাবেশ ধ্বংস করে দিয়ে সেনাদল যে সমস্ত ধন সম্পদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, তা সবই সংগ্রহ করে দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঠিক তখনই জরাসন্ধ তেইশটি অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হল। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ার্ত হয়ে পড়লেন, এমন অভিনয় করে তাঁদের ধন সম্পত্তি ফেলে রেখে অনেক দূরে পালাতে লাগলেন। যেহেতু জরাসন্ধ তাঁদের যথার্থ শক্তিমত্তা সম্পর্কে কোনও ধারণাই করতে পারেনি, তাই সে তাঁদের পিছনে ছুটল। দীর্ঘ পথ ছোটবার পরে, বলরাম ও কৃষ্ণ 'প্রবর্ষণ' নামে এক পর্বতে এসে তাতে আরোহণ করতে লাগলেন। সেখানে তাঁরা কোনও একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে পড়েছেন, এই ভেবে জরাসন্ধ তাঁদের সর্বত্র খুঁজতে থাকল। তাঁদের না পেয়ে, সেই পাহাড়টির চতুর্দিকে সে তখন আগুন জ্বালিয়ে দিল। পাহাড়ের গায়ে সমস্ত গাছপালায় আগুন লেগে গিয়েছিল বলে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই পর্বত শিখর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জরাসন্ধ ও তার অনুচরদের অলক্ষ্যে ভূতলে পৌঁছে তাঁরা সমুদ্রমধ্যে ভাসমান দ্বারকা-দুর্গে ফিরে গিয়েছিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে এই সিদ্ধান্ত করে জরাসন্ধ তার সৈন্য বাহিনীকে তার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং শ্রীশুকদেব গোস্বামী তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহের ইতিহাস বর্ণনা করা শুরু করার মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছিলেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কনিষ্ঠা কন্যা রুক্মিণী

শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শক্তিমত্তা এবং অন্যান্য সুন্দর গুণাবলীর কথা শুনেছিলেন এবং তাই তিনি মনে মনে স্থির করেন যে, কৃষ্ণই হবেন তাঁর যথার্থ পতি। শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু রুক্মিণীর অন্যান্য আত্মীয়রা কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুমোদন করলেও, তাঁর ভ্রাতা রুক্মী ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল আর তাই কৃষ্ণকে বিবাহ করতে তাঁকে নিষেধ করে। তার পরিবর্তে শিশুপালের সঙ্গে রুক্মী তাঁর বিবাহ দিতে চেয়েছিল। রুক্মিণী মনের দুঃখ নিয়ে বিবাহের জন্য তার প্রস্তুতির কর্তব্যাদি গ্রহণ করলেন, কিন্তু একটি পত্র সমেত এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকেও কৃষ্ণের কাছে তিনি পাঠালেন।

সেই ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রথামতো পাদ্যার্ঘ নিবেদন এবং অন্যান্য শ্রদ্ধানুষ্ঠান সহ যথাযথভাবে সম্মানিত করলেন। তারপর ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর চিঠিটি খুলে তা শ্রীকৃষ্ণকে দেখালেন এবং দূতরূপে তাঁকে তা পাঠ করে শোনালেন: রুক্মিণীদেবী লিখেছিলেন, "যখন থেকে আমি আপনার কথা শুনেছি, হে প্রভু, তখন থেকেই আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। শিশুপালের সঙ্গে আমার বিবাহের পূর্বে অবশ্যই কৃপা করে আপনি চলে আসুন এবং আমাকে নিয়ে যান। পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিবাহের আগের দিন আমি অম্বিকাদেবীর মন্দির দর্শন করতে যাব। সেটিই হবে আপনার উপস্থিত হওয়ার এবং আমাকে অপহরণ করার আপনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সুযোগ। আপনি যদি আমাকে এই অনুগ্রহ প্রদর্শন না করেন, তা হলে আমি উপবাস ও কঠিন ব্রতাদি পালন করে প্রাণ ত্যাগ করব। তা হলে হয়ত আমার পরজন্মে আমি আপনাকে লাভ করতে পারব।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর চিঠিটি পাঠ করার পর ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করলেন যাতে তিনি তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মাচরণাদি পালন করতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ।
তং পরিক্রম্য সন্নম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **অনুগ্রহীতঃ**—কৃপা প্রদর্শিত হয়ে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **ইক্ষ্বাকু-নন্দনঃ**—ইক্ষ্বাকুর স্নেহের বংশধর মুচুকুন্দ; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **সন্নম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **নিশ্চক্রাম**—তিনি নির্গত হলেন; **গুহা**—গুহার; **মুখাৎ**—মুখ থেকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করে মুচুকুন্দ তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর, ইক্ষ্বাকুর স্নেহের বংশধর মুচুকুন্দ গুহামুখ থেকে নির্গত হলেন।

শ্লোক ২

সংবীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্মর্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্ ।
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২ ॥

সংবীক্ষ্য—লক্ষ্য করে; **ক্ষুল্লকান্**—ক্ষুদ্র; **মর্ত্যান্**—মানুষ; **পশূন্**—পশু; **বীরুৎ**—লতা; **বনস্পতীন্**—এবং বৃক্ষগুলি; **মত্বা**—বিবেচনা করে; **কলি-যুগম্**—কলিযুগ; **প্রাপ্তম্**—উপস্থিত হয়েছে; **জগাম**—তিনি গমন করলেন; **দিশম্**—দিকে; **উত্তরাম্**—উত্তর।

অনুবাদ

সকল মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষলতাদির আকার দারুণভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে লক্ষ্য করে, মুচুকুন্দ কলিযুগ সমাগত হয়েছে হৃদয়ঙ্গম করে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ রয়েছে। একটি উত্তম সংস্কৃত অভিধানে *ক্ষুল্লকান্* শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থগুলি দেওয়া হয়েছে—"ক্ষুদ্র, কৃশকায়, অনুন্নত, নীচ, দরিদ্র, অভাবী, দুর্নীতিপরায়ণ, বিদ্বেষপরায়ণ, অসচ্চরিত্র, দুঃসহ, যন্ত্রণাপূর্ণ, পীড়িত"। এইগুলি কুলিযুগের লক্ষণ এবং এই সমস্ত গুণাবলী এই যুগের মানুষ, পশুপাখি, লতা ও গাছপালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে এখানে বলা হয়েছে। আমাদের নিজেদের প্রতি এবং আমাদের পরিবেশের প্রতি আমরা যারা প্রেমমুগ্ধ, তারা পূর্ববর্তী যুগের পরম সৌন্দর্য এবং মানুষের জীবন যাপনের পরিবেশ হয়ত কল্পনা করতে পারি।

এই শ্লোকের শেষ পংক্তিটির *জগাম দিশম্ উত্তরাম*—"তিনি উত্তরদিকে গমন করলেন"—কথাগুলি নিম্নোক্ত ভাবধারায় বুঝতে হবে। ভারতের উত্তরদিকে ভ্রমণের ফলে, পৃথিবীর উচ্চতম হিমালয় পর্বতমালার কাছে আসা যায়। এখনও সেখানে অনেক সুন্দর শিখর ও উপত্যকা দেখা যায়, যেখানে ধ্যানের উপযুক্ত প্রশান্ত আশ্রমাদি রয়েছে। তাই বৈদিক সংস্কৃতিতে 'উত্তরে গমন' বলতে বোঝায় যে, সাধারণ সমাজের বিলাস ভোগ পরিত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতির জন্য ঐকান্তিক তপশ্চর্যা অভ্যাসার্থে হিমালয় পর্বতে গমন করা।

শ্লোক ৩

তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ ।
সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্ গন্ধমাদনম্ ॥ ৩ ॥

তপঃ—তপশ্চর্যায়; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **যুতঃ**—যুক্ত হয়ে; **ধীরঃ**—ঐকান্তিক; **নিঃসঙ্গঃ**—জাগতিক সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন; **মুক্ত**—মুক্ত; **সংশয়ঃ**—সন্দেহের; **সমাধায়**—ভাবে স্থির করে; **মনঃ**—তার মন; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গন্ধমাদনম্**—গন্ধমাদন নামক পর্বতে।

অনুবাদ

জাগতিক সঙ্গের অতীত ও মুক্ত-সংশয় সেই ধীরস্থির রাজা তপশ্চর্যার মূল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন করে, তিনি গন্ধমাদন পর্বতে আগমন করলেন।

তাৎপর্য

গন্ধমাদন নামটি আনন্দময় সুগন্ধের একটি স্থানকে বোঝাচ্ছে। অবশ্যই, বন্য পুষ্প ও বনের মধু ইত্যাদির সৌরভে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সুগন্ধে গন্ধমাদন পরিপূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৪

বদর্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্ ।
সর্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তস্তপসারাধয়দ্ধরিম্ ॥ ৪ ॥

বদরী-আশ্রমম্—বদরিকাশ্রম; **আসাদ্য**—পৌঁছে; **নর-নারায়ণ**—নর ও নারায়ণ রূপে ভগবানের দ্বৈত অবতার; **আলয়ম্**—নিবাস ভূমি; **সর্ব**—সকল; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **সহঃ**—সহ্য করে; **শান্তঃ**—শান্ত; **তপসা**—কঠোর তপস্যা দ্বারা; **আরাধয়ৎ**—তিনি আরাধনা করলেন; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

তিনি ভগবান নর নারায়ণের নিবাসভূমি বদরিকাশ্রমে পৌঁছিয়ে সেখানে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রতি সহনশীল হয়ে থেকে কঠোর তপশ্চর্যা সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি শান্তভাবে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং যবনবেষ্টিতাম্ ।
হত্বা ম্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্ ॥ ৫ ॥

ভগবান্—ভগবান; **পুনঃ**—পুনরায়; **আব্রজ্য**—প্রত্যাবর্তন করে; **পুরীম্**—তাঁর নগরীতে; **যবন**—যবন দ্বারা; **বেষ্টিতাম্**—বেষ্টিত; **হত্বা**—হত্যা করে; **ম্লেচ্ছ**—ম্লেচ্ছদের; **বলম্**—সৈন্য; **নিন্যে**—তিনি নিয়ে এলেন; **তদীয়ম্**—তাদের; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **ধনম্**—ধন।

অনুবাদ

শ্রীভগবান মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যা তখনও যবন সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই ছিল। তখন তিনি ম্লেচ্ছ সৈন্যদের বিনাশ করলেন এবং তাদের ধনসম্পদগুলি দ্বারকায় নিয়ে যেতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, কালযবন একাকী পর্বতগুহায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবরুদ্ধ নগরী মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি সেই বিশাল যবন সৈন্যদের বিনাশ করলেন।

শ্লোক ৬

নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুতচোদিতৈঃ ।
আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ ॥ ৬ ॥

নীয়মানে—যখন তা আনা হচ্ছিল; **ধনে**—ধন; **গোভিঃ**—বলদ দ্বারা; **নৃভিঃ**—জনমানুষ দ্বারা; **চ**—এবং; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **চোদিতৈঃ**—নিযুক্ত; **আজগাম**—উপস্থিত হল; **জরাসন্ধঃ**—জরাসন্ধ; **ত্রয়ঃ**—তিন; **বিংশতি**—কুড়ি; **অনীক**—সৈন্যবাহিনীর; **পঃ**—নেতা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাধীনে জনমানুষ ও বলদ দ্বারা সেই ধনসম্পদ যখন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ত্রয়োবিংশতি সৈন্যবাহিনীর নেতা হয়ে জরাসন্ধ উপস্থিত হল।

শ্লোক ৭

বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ ।
মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ দুদ্রুবতুর্দ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **বেগ**—বেগ; **রভসম্**—ভয়ঙ্কর; **রিপু**—শত্রু; **সৈন্যস্য**—সৈন্যদের; **মাধবৌ**—দুই মাধব (কৃষ্ণ ও বলরাম); **মনুষ্য**—মানুষের মতো; **চেষ্টাম্**—আচরণ; **আপন্নৌ**—ধারণ করে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **দুদ্রুবতুঃ**—ধাবিত হলেন; **দ্রুতম্**—দ্রুত।

অনুবাদ

হে রাজন, শত্রুসৈন্যের ভয়ঙ্কর বেগ দর্শন করে, দুই মাধব, মানুষের মতোই আচরণ অনুকরণ করে, দ্রুত ধাবমান হলেন।

শ্লোক ৮

বিহায় বিত্তং প্রচুরমভীতৌ ভীরুভীতবৎ ।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেলতুর্বহুযোজনম্ ॥ ৮ ॥

বিহায়—পরিত্যাগ করে; বিত্তম্—ধনসম্পদগুলি; প্রচুরম্—প্রচুর; অভীতৌ—প্রকৃতপক্ষে ভয়শূন্য; ভীরু—ভীরুর মতো; ভীতবৎ—যেন ভীত হয়েছেন; পদ্ভ্যাম্—তাঁদের দুই পা দিয়ে; পদ্ম—পদ্মের; পলাশাভ্যাম্—পাপড়ির মতো; চেলতুঃ—তাঁরা গমন করলেন; বহু-যোজনম্—বহু-যোজন (এক যোজন আট মাইলের একটু বেশি)।

অনুবাদ

প্রচুর ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে, ভয়শূন্য কিন্তু ভয়ের ভান করে, তাঁদের পদ্মসদৃশ পদব্রজে তাঁরা বহু যোজন দূরে গমন করলেন।

শ্লোক ৯

পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী ।
অন্বধাবদ্ রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ ॥ ৯ ॥

পলায়মানৌ—পলায়নরত; তৌ—তাঁদের দুজনকে; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; মাগধঃ—জরাসন্ধ; প্রহসন্—উচ্চৈস্বরে হাসতে হাসতে; বলী—বলীয়ান; অন্বধাবৎ—সে পশ্চাদ্‌ধাবন করল; রথ—রথ সহ; অনীকৈঃ—এবং সৈন্যগণ; ঈশয়োঃ—দুই ভগবানের; অপ্রমাণ-বিৎ—প্রভাব সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে।

অনুবাদ

যখন বলীয়ান জরাসন্ধ তাঁদের পলায়ন করতে দেখল, তখন সে উচ্চৈস্বরে হাসল এবং তারপর রথ ও পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল। সে দুই ভগবানের পরমোন্নত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি।

শ্লোক ১০

প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্ ।
প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি ॥ ১০ ॥

প্রদ্রুত্য—পূর্ণবেগে দৌড়াতে দৌড়াতে; **দূরম্**—দীর্ঘ দূরত্ব; **সংশ্রান্তৌ**—শান্ত হয়ে; **তুঙ্গম্**—অতি উচ্চ; **আরুহতাম্**—তারা আরোহণ করলেন; **গিরিম্**—পর্বত; **প্রবর্ষণ-আখ্যম্**—প্রবর্ষণ নামে পরিচিত; **ভগবান্**—ইন্দ্রদেব; **নিত্যদা**—সর্বদা; **যত্র**—যেখানে; **বর্ষতি**—তিনি বর্ষণ করেন।

অনুবাদ

দীর্ঘ দূরত্ব ধাবিত হওয়ার পর যেন পরিশ্রান্ত হয়ে দুই ভগবান প্রবর্ষণ নামে এক সুউচ্চ পর্বতে আরোহণ করলেন, যার উপরে ইন্দ্রদেব অবিরাম বর্ষণ করে থাকেন।

শ্লোক ১১

গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপ ।
দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ১১ ॥

গিরৌ—পর্বতে; **নিলীনৌ**—লুকাতে; **আজ্ঞায়**—অবহিত হয়ে; **ন অধিগম্য**—প্রাপ্ত না হয়ে; **পদম্**—তাঁদের অবস্থান; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **দদাহ**—সে প্রজ্বলিত করল; **গিরিম্**—পর্বত; **এধোভিঃ**—কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **উৎসৃজন্**—উৎপন্ন করে।

অনুবাদ

যদিও জরাসন্ধ জানত যে, তাঁরা পর্বতে লুকিয়ে আছেন, কিন্তু তাদের কোন সন্ধান সে পেল না। সুতরাং, হে রাজন, সে চতুর্দিকে কাষ্ঠখণ্ড রেখে পর্বতে আগুন ধরিয়ে দিল।

তাৎপর্য

আমরা স্পষ্টতই এক পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় লীলা দর্শন করছি। যদিও *ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম 'পরিশ্রান্ত' হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের তথাকথিত পরিশ্রান্তি সত্ত্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা সুউচ্চ পর্বতে দ্রুত আরোহণ করতে সমর্থ হন এবং তার একটুপরেই সেখান থেকে ভূমিতে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলেন। ঋষিগণ এখানে আমাদের যে সামগ্রিক চিত্র প্রদান করেছেন, তাকে অবজ্ঞা করা অযৌক্তিক ও মূর্খতা হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাবলীকে পৃথক করে গ্রহণ করার চেষ্টা করা দরকার। স্পষ্টত তাঁর চিন্ময় লীলার মধ্যবর্তী সময়ে আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করছি, আমরা কোনও সাধারণ মানুষকে দর্শন করছি না। এই লীলা যখন সংঘটিত হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তখনও বেশ তরুণ ছিলেন এবং এই সমস্ত বর্ণনায় সহজেই লক্ষ্য করতে পারা যায় যে, কিছুটা উপহাসস্পদ রাজা জরাসন্ধের কাছ থেকে বিপুল

আগ্রহে পলায়ন করে পর্বতে আরোহণ করবার পরে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে, এবং যে-অসুরটি অনবরত পরাজিত হতে থাকলেও কখনও আত্মবিশ্বাস হারায়নি, তাকে সম্পূর্ণ উন্মত্ত করে দিয়ে, তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে বেশ পুলক উপভোগ করছিলেন। কোনও প্রকার ঈর্ষাদ্বন্দ্বের মনোভাব বর্জিত শ্রীভগবানের লীলাসমূহ বাস্তবিকই গভীর উপভোগ্য।

শ্লোক ১২

তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ ।
দশৈকযোজনাত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি ॥ ১২ ॥

ততঃ—সেই পর্বতটি থেকে; **উৎপত্য**—ঝাঁপ দিয়ে; **তরসা**—সবেগে; **দহ্যমান**—প্রজ্বলিত; **তটাৎ**—দিকসমূহ; **উভৌ**—তাঁরা উভয়ে; **দশ-এক**—একাদশ; **যোজনাৎ**—যোজন; **তুঙ্গাৎ**—উচ্চ; **নিপেততুঃ**—তাঁরা পতিত হলেন; **অধঃ**—নীচে; **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

তাঁরা উভয়ে তখন সহসা প্রজ্বলিত একাদশ যোজন উচ্চ পর্বত থেকে ঝাঁপ দিলেন, এবং ভূমিতে এসে পড়লেন।

তাৎপর্য

একাদশ যোজন বলতে প্রায় নব্বই মাইল বোঝায়।

শ্লোক ১৩

অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূত্তমৌ ।
স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ ॥ ১৩ ॥

অলক্ষ্যমাণৌ—অলক্ষিতে; **রিপুণা**—তাঁদের শত্রুদের দ্বারা; **স**—একত্রে; **অনুগেন**—তাঁদের অনুচর সমন্বিত; **যদু**—যদুগণ; **উত্তমৌ**—দুই পরম শ্রেষ্ঠ; **স্ব-পুরম্**—তাঁদের আপন নগরীতে (দ্বারকা); **পুনঃ**—পুনরায়; **আয়াতৌ**—তাঁরা গমন করলেন; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **পরিখাম্**—সুরক্ষিত পরিখা পরিবেষ্টিত; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

তাঁদের প্রতিপক্ষ অথবা তার অনুচরদের অলক্ষিতে, হে রাজন, সেই দুই পরম উন্নত যদু, সুরক্ষিত পরিখার মতো সমুদ্র পরিবেষ্টিত তাঁদের দ্বারকার পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১৪

সোঽপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বলকেশবৌ ।
বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্মাগধো যযৌ ॥ ১৪ ॥

সঃ—সে; **অপি**—আরও; **দগ্ধৌ**—উভয়ে অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন; **ইতি**—এইভাবে; **মৃষা**—মিথ্যাভাবে; **মন্বানঃ**—মনে করে; **বল-কেশবৌ**—বলরাম এবং কৃষ্ণ; **বলম্**—তার সৈন্যবাহিনী; **আকৃষ্য**—প্রত্যাহার করে; **সুমহৎ**—বিশাল; **মগধান্**—মগধ রাজ্যে; **মাগধঃ**—মগধের রাজা; **যযৌ**—গমন করল।

অনুবাদ

জরাসন্ধও ভুল মনে করল যে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বলরাম ও কেশবের মৃত্যু হয়েছে। তাই তার বিশাল সৈন্যবাহিনী সে প্রত্যাহার করে নিল এবং মগধ রাজ্যে ফিরে গেল।

শ্লোক ১৫

আনর্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রৈবতীং সুতাম্ ।
ব্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্ বলায়েতি পুরোদিতম্ ॥ ১৫ ॥

আনর্ত—আনর্ত প্রদেশের; **অধিপতিঃ**—অধিপতি; **শ্রীমান্**—ঐশ্বর্যশালী; **রৈবতঃ**—রৈবত; **রৈবতীম্**—রৈবতী নামক; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **ব্রহ্মণা**—শ্রীব্রহ্মার দ্বারা; **চোদিতঃ**—নির্দেশিত হয়ে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **বলায়**—বলরামকে; **ইতি**—এইভাবে; **পুরা**—পূর্বে; **উদিতম্**—উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মার আদেশে, আনর্তের ঐশ্বর্যশালী শাসক, রৈবত, শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁর কন্যা রৈবতীর বিবাহ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

তাৎপর্য

রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়টি এখন আলোচিত হবে। সূচনা স্বরূপ, তাঁর ভ্রাতা বলদেবের বিবাহ বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। *ভাগবতের* নবম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৩৩-৩৬ এ এই বিবাহ পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬-১৭

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥ ১৬ ॥

প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্ ।
পশ্যতাং সর্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব ॥ ১৭ ॥

ভগবান্—ভগবান; **অপি**—বস্তুত; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ); **বৈদর্ভীম্**—রুক্মিণী; **ভীষ্মক-সুতাম্**—রাজা ভীষ্মকের কন্যা; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **মাত্রাম্**—অংশপ্রকাশ; **স্বয়ম্বরে**—তাঁর আপন পছন্দ দ্বারা; **প্রমথ্য**—পরাজিত করে; **তরসা**—বলপূর্বক; **রাজ্ঞঃ**—রাজাদের; **শাল্ব-আদীন্**—শাল্ব ও অন্যান্য; **চৈদ্য**—শিশুপালের; **পক্ষগান্**—পক্ষগণের; **পশ্যতাম্**—সমক্ষে; **সর্ব**—সকল; **লোকানাম্**—লোকের; **তার্ক্ষ্য-পুত্রঃ**—তার্ক্ষ্যের পুত্র (গরুড়); **সুধাম্**—স্বর্গের অমৃত; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান গোবিন্দ স্বয়ং, ভীষ্মকের কন্যা, লক্ষ্মীদেবীর প্রত্যক্ষ অংশ প্রকাশ বৈদর্ভীকে বিবাহ করেছিলেন। রুক্মিণীর ইচ্ছানুসারেই ভগবান তা করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি শিশুপালের পক্ষ অবলম্বনকারী শাল্ব ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গরুড় যেভাবে স্বর্গ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে অমৃত হরণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই, সর্বসমক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটির উপরে শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—*শ্রিয়ো মাত্রাম্* শব্দ দুটি নির্দেশ করছে যে, সুন্দরী রুক্মিণী লক্ষ্মীদেবীর প্রত্যক্ষ অংশ-প্রকাশ ছিলেন। সুতরাং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের বিবাহের পাত্রী হওয়ার যোগ্যা। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৬৭) যেমন বলা হয়েছে, *শ্রিয়ঃ কান্তঃ পরম-পুরুষঃ*, "চিন্ময় জগতে সকল প্রেমিকাই লক্ষ্মীদেবী এবং প্রেমিক পরমেশ্বর ভগবান"। এইভাবে, শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ প্রকাশ। *পদ্মপুরাণে* '*কার্তিক মাহাত্ম্য*' বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে, *কৈশোরে গোপ-কন্যাস্তা যৌবনে রাজ-কন্যকাঃ*, "কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণ গোপ-কন্যাদের সঙ্গ উপভোগ করেন এবং তাঁর যৌবনে তিনি রাজ-কন্যাদের সঙ্গ উপভোগ করেন।" তেমনই, *স্কন্দ পুরাণে* আমরা এই বর্ণনা দেখতে পাই—*রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে*। "রুক্মিণী দ্বারকায় যা, রাধা তা বৃন্দাবনের বনে।"

এখানে *স্বয়ং-বরে* কথাটির অর্থ "কারো আপন পছন্দের দ্বারা।" যদিও কথাটি সাধারণত কোনও সম্ভ্রান্ত কন্যার তার নিজ পতি নির্বাচনের বিধিসম্মত বৈদিক

অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়, তবে এখানে তা কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ প্রসঙ্গে বস্তুত নজির বিহীন ও বিধিবহির্ভূত ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রুক্মিণী তাঁদের নিত্য, অপ্রাকৃত প্রেমহেতু পরস্পরকে পছন্দ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীরাজোবাচ

ভগবান্ ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্ ।
রাক্ষসেন বিধানেন উপযেমে ইতি শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ মহারাজ) বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **ভীষ্মক-সুতাম্**—ভীষ্মকের কন্যা; **রুক্মিণীম্**—শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী; **রুচির**—মধুর; **আননাম্**—যাঁর মুখমণ্ডল; **রাক্ষসেন**—রাক্ষস নামক; **বিধানেন**—বিধি (প্রধানত, অপহরণ করে) দ্বারা; **উপযেমে**—তিনি বিবাহ করলেন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতম্**—শ্রুত।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—ভীষ্মকের সুমুখশ্রী সমন্বিত কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীভগবান রাক্ষস পন্থায় বিবাহ করলেন, অন্তত সেই রকমই আমি শুনেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *স্মৃতি* থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—*রাক্ষসো যুদ্ধ-হরণাৎ*, "যখন প্রতিপক্ষ পাণিপ্রার্থীর কাছ থেকে বলপূর্বক নববধূকে হরণ করা হয়, তখন রাক্ষস বিবাহ ঘটে।" তেমনই, শুকদেব গোস্বামীও ইতিপূর্বে বলেছেন, *রাজ্ঞঃ প্রমথ্য*, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপক্ষের রাজাদের দমন করে রুক্মিণীকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ।
যথা মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ ॥ ১৯ ॥

ভগবন্—হে প্রভু (শুকদেব গোস্বামী); **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **অমিত**—অপরিমেয়; **তেজসঃ**—যাঁর শক্তি; **যথা**—কিভাবে; **মাগধ-শাল্ব-আদীন্**—জরাসন্ধ ও শাল্বের মতো রাজাদের; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **কন্যাম্**—কন্যা; **উপাহরৎ**—তিনি অপহরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রভু, কিভাবে অমিততেজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাগধ ও শাল্বের মতো রাজাদের পরাজিত করে তাঁর বধূকে হরণ করেছিলেন, আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়েই আমরা লক্ষ্য করব যে, শ্রীকৃষ্ণ সহজেই জরাসন্ধ ও তার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরম শক্তিমত্তা সম্বন্ধে আমাদের কখনও সন্দেহ করা উচিত নয়।

শ্লোক ২০

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **কৃষ্ণ-কথাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বিষয়; **পুণ্যাঃ**—পুণ্য; **মাধ্বীঃ**—মধুর; **লোক**—জগতের; **মল**—কলুষতা; **অপহাঃ**—দূর করে; **কঃ**—কে; **নু**—মোটেই; **তৃপ্যেত**—তৃপ্ত হবে; **শৃণ্বানঃ**—শ্রবণ করে; **শ্রুত**—যা শ্রবণ করা হয়েছে; **জ্ঞঃ**—যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে; **নিত্য**—সর্বদা; **নূতনাঃ**—নতুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, জগতের কলুষ হরণকারী শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময়, মধুর ও নিত্যনতুন বিষয়াদি শ্রবণ করে অভিজ্ঞশ্রোতা কি কখনও তৃপ্ত হতে পারে?

শ্লোক ২১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
রাজাসীদ্ ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্ ।
তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা ॥ ২১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ—শ্রীবাদরায়ণি (বাদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব); **উবাচ**—বললেন; **রাজা**—রাজা; **আসীৎ**—ছিলেন; **ভীষ্মকঃ নাম**—ভীষ্মক নামে; **বিদর্ভ-অধিপতিঃ**—বিদর্ভ রাজ্যের শাসক; **মহান্**—মহান; **তস্য**—তাঁর; **পঞ্চ**—পাঁচ; **অভবন্**—ছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **কন্যা**—কন্যা; **একা**—এক; **চ**—এবং; **বর**—অত্যন্ত সুন্দর; **আননা**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—বিদর্ভের শক্তিশালী শাসক, ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং সুমুখশ্রী এক কন্যা ছিল।

শ্লোক ২২

রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষা স্বসা সতী ॥ ২২ ॥

রুক্মী—রুক্মী; **অগ্রজঃ**—প্রথম জাত; **রুক্মরথঃ রুক্মবাহুঃ**—রুক্মরথ এবং রুক্মবাহু; **অনন্তরঃ**—তার পরবর্তীক্রমে; **রুক্মকেশঃ রুক্মমালী**—রুক্মকেশ ও রুক্মমালী; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **এষা**—সে; **স্বসা**—ভগ্নী; **সতী**—সাধ্বী চরিত্রের।

অনুবাদ

রুক্মী ছিলেন প্রথম পুত্র, তারপর ক্রমশ রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ এবং রুক্মমালী। মহিমান্বিত রুক্মিণী ছিলেন তাঁদের ভগ্নী।

শ্লোক ২৩

সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্যগুণশ্রিয়ঃ ।
গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিম্ ॥ ২৩ ॥

সা—তিনি; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **মুকুন্দস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **রূপ**—রূপ সম্বন্ধে; **বীর্য**—শক্তি; **গুণ**—চরিত্র; **শ্রিয়ঃ**—এবং ঐশ্বর্যসমূহ; **গৃহ**—গৃহে তাঁর পরিবারে; **আগতৈঃ**—অভ্যাগতদের দ্বারা; **গীয়মানাঃ**—গীত; **তম্**—তাঁকে; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **সদৃশম্**—উপযুক্ত; **পতিম্**—স্বামী।

অনুবাদ

প্রাসাদে অভ্যাগত মুকুন্দের প্রশংসা গীতকারী অতিথিদের কাছ থেকে তাঁর রূপ, শক্তি, চিন্ময় বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে শ্রবণ করে রুক্মিণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনিই তাঁর উপযুক্ত পতি হবেন।

তাৎপর্য

সদৃশম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের একই ধরনের গুণাবলী ছিল আর তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাজা ভীষ্মক ছিলেন পুণ্যবান মানুষ, এবং তাই পারমার্থিকভাবে উন্নত অনেক ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁর প্রাসাদে অতিথি হতেন। নিঃসন্দেহে এই সকল সাধু ব্যক্তিরা মুক্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্যরূপশীলগুণাশ্রয়াম্ ।
কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্যাং সমুদ্বোঢ়ুং মনো দধে ॥ ২৪ ॥

তাম্—তার; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির; **লক্ষণ**—পবিত্র দৈহিক চিহ্নসমূহ; **ঔদার্য**—ঔদার্য; **রূপ**—রূপ; **শীল**—যথাযথ আচরণ; **গুণ**—এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাবলী; **আশ্রয়াম্**—আধার; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **সদৃশীম্**—উপযুক্ত; **ভার্যাম্**—পত্নী; **সমুদ্বোঢ়ুম্**—বিবাহ করার জন্য; **মনঃ**—তাঁর মন; **দধে**—প্রস্তুত করলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, রুক্মিণী বুদ্ধিমতী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুশীলা এবং অন্যান্য সকল শুভগুণসম্পন্না নারী। রুক্মিণী তাঁর আদর্শ পত্নী হবেন, এই সিদ্ধান্ত করে তিনি তাঁকে বিবাহ করার জন্য মন স্থির করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে যেমন *সদৃশং পতিম্*, ঠিক রুক্মিণীর মতো হওয়ার জন্য তাঁর আদর্শ পতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের মতো হওয়ার জন্য রুক্মিণীকে *সদৃশীং ভার্যাম্*, তাঁর আদর্শ পত্নীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই স্বাভাবিক, কারণ শ্রীমতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ২৫

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ ।
ততো নিবার্য কৃষ্ণদ্বিড্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥ ২৫ ॥

বন্ধূনাম্—তাঁর পরিবারের সদস্যগণ; **ইচ্ছতাম্**—তাঁরা অভিলাষী হলেও; **দাতুম্**—প্রদান করতে; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে; **ভগিনীম্**—তাঁদের ভগ্নী; **নৃপ**—হে রাজন; **ততঃ**—তা থেকে; **নিবার্য**—তাঁদের নিবৃত্ত করে; **কৃষ্ণ-দ্বিট্**—কৃষ্ণ বিদ্বেষী; **রুক্মী**—রুক্মী; **চৈদ্যম্**—চৈদ্য (শিশুপাল); **অমন্যত**—বিবেচনা করেছিল।

অনুবাদ

রুক্মী যেহেতু ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল, হে রাজন, তাই তার পরিবারের সদস্যরা অভিলাষী হলেও, শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার ভগ্নীকে প্রদান করতে সে তাদের নিরস্ত করল। তার পরিবর্তে রুক্মী রুক্মিণীকে শিশুপালের কাছে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল।

তাৎপর্য

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে রুক্মী তার মর্যাদার অপব্যবহার করেছিল এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আচরণ করেছিল। তার সিদ্ধান্তের ফলে তাকে কেবলই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্মনা ভৃশম্ ।
বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্দ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

তৎ—সেই; **অবেত্য**—জ্ঞাত হয়ে; **অসিত**—সুনীল; **অপাঙ্গী**—কটাক্ষ শালিনী; **বৈদর্ভী**—বিদর্ভের রাজকন্যা; **দুর্মনা**—দুঃখিত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **বিচিন্ত্য**—চিন্তা করে; **আপ্তম্**—বিশ্বস্ত; **দ্বিজম্**—ব্রাহ্মণ; **কঞ্চিৎ**—কোন এক; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণের কাছে; **প্রাহিণোৎ**—প্রেরণ করলেন; **দ্রুতম্**—সত্বর।

অনুবাদ

সুনীল কটাক্ষশালিনী বৈদর্ভী এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তাঁকে তা গভীরভাবে দুঃখ দিয়েছিল। অবস্থা বিশ্লেষণ করে, তিনি সত্বর একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ২৭

দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ।
অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে ॥ ২৭ ॥

দ্বারকাম্—দ্বারকায়; **সঃ**—সে (ব্রাহ্মণ); **সমভ্যেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **প্রতীহারৈঃ**—দ্বাররক্ষী দ্বারা; **প্রবেশিতঃ**—ভেতরে আনীত হলে; **অপশ্যৎ**—তিনি দেখলেন; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—পুরুষ; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **আসনে**—সিংহাসনে।

অনুবাদ

দ্বারকায় পৌঁছে, দ্বাররক্ষীরা ব্রাহ্মণকে ভিতরে নিয়ে গেলে, তিনি আদি পুরুষ ভগবানকে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলেন।

শ্লোক ২৮

দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ ।
উপবেশ্যার্হয়াং চক্রে যথাত্মানং দিবৌকসঃ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণদের কাছে বিবেচিত; **দেবঃ**—ভগবান; **তম্**—তাঁকে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **নিজ**—তাঁর নিজ; **আসনাৎ**—সিংহাসন হতে; **উপবেশ্য**—উপবেশন করালেন; **অর্হয়াম্ চক্রে**—তিনি অর্চনা করলেন; **যথা**—যেমন; **আত্মানম্**—স্বয়ং তাঁকে; **দিব-ওকসঃ**—স্বর্গের অধিবাসীরা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, ব্রাহ্মণগণের অধিপতি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিংহাসন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁকে উপবেশন করালেন। অতঃপর দেবতাগণ ঠিক যেভাবে স্বয়ং তাঁকে পূজা করে থাকেন, ঠিক সেইভাবে ভগবান তাঁর অর্চনা করলেন।

শ্লোক ২৯

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ ।
পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে; ভুক্তবন্তম্—ভোজন করে; বিশ্রান্তম্—বিশ্রাম গ্রহণ করলেন; উপগম্য—কাছে এসে; সতাম্—সাধু-ভক্তগণের; গতিঃ—গতি; পাণিনা—তাঁর হাত দিয়ে; অভিমৃশন্—মর্দন করে; পাদৌ—তাঁর দুই পা; অব্যগ্রঃ—শান্তভাবে; তম্—তাঁকে; অপৃচ্ছত—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ আহার ও বিশ্রাম করার পরে, সাধু ভক্তগণের পরম গতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁর নিজ হাতে ব্রাহ্মণের দুই পা মর্দন করতে করতে, তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৩০

কচ্চিদ্দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ ।
বর্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সন্তুষ্টমনসঃ সদা ॥ ৩০ ॥

কচ্চিৎ—কি; দ্বিজ—ব্রাহ্মণগণের; বর—প্রথম-শ্রেণী; শ্রেষ্ঠ—হে শ্রেষ্ঠ; ধর্মঃ—ধর্ম; তে—আপনার; বৃদ্ধ—জ্যেষ্ঠ তত্ত্ব-বিদ্‌গণের দ্বারা; সম্মতঃ—অনুমোদিত; বর্ততে—হচ্ছে; ন—না; অতি—অতি; কৃচ্ছ্রেণ—কষ্টের দ্বারা; সন্তুষ্ট—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; মনসঃ—যাঁর মন; সদা—সর্বদা।

অনুবাদ

[শ্রীভগবান বললেন—] হে দ্বিজবরোত্তম, মহাজনবর্গের অনুমোদিত ধর্মাচরণগুলি সহজভাবে আপনার সম্পন্ন হচ্ছে তো? আপনার মন সর্বদা সন্তুষ্ট আছে তো?

তাৎপর্য

এখানে *ধর্ম* শব্দটিকে আমরা 'ধর্মাচরণ' রূপে অনুবাদ করেছি, যদিও তা শব্দটির সংস্কৃত ভাষাবোধ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করে না। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় শাসনমুক্ত সমাজে আবির্ভূত হননি। ভগবানের বিধান মান্য করার প্রয়োজনীয়তা

হৃদয়ঙ্গম করে না এমন একটি সমাজ বৈদিক যুগের মানুষেরা চিন্তাও করতে পারত না। তাই তাদের কাছে *ধর্ম* শব্দটি, সাধারণ কর্তব্যকর্ম উন্নত নিয়মনীতি, নিত্যনৈমিত্তিক আচার-আচরণ ইত্যাদি বোঝায়। স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরনের কর্তব্যকর্মগুলি ধর্মাচরণেরই অন্তর্গত। কিন্তু তখনকার দিনে ধর্ম অন্য কোনও পৃথক বিষয় বা জীবনচর্যার পৃথক অঙ্গ ছিল না, বরং তা ছিল সকল কাজকর্মের পথে আলোকবর্তিকার মতো। ধর্মবিবর্জিত জীবনধারাকে আসুরিক ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হত এবং সমস্ত কিছুতেই শ্রীভগবানের প্রভাব লক্ষ্য করা হত।

শ্লোক ৩১

সন্তুষ্টো যর্হি বর্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ ।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্ ॥ ৩১ ॥

সন্তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; **যর্হি**—যখন; **বর্তেত**—চালনা করেন; **ব্রাহ্মণঃ**—কোনও ব্রাহ্মণ; **যেন কেনচিৎ**—যৎকিঞ্চিৎ; **অহীয়মানঃ**—বিচলিত না হয়ে; **স্বাৎ**—তাঁর নিজের; **ধর্মাৎ**—ধর্মাচরণে; **সঃ**—সেই সকল ধর্মীয় নীতিগুলি; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অস্য**—তাঁর জন্য; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **কাম-ধুক্**—কামধেনু, যে কোনও কামনা পূরণের জন্য যে গাভী দুগ্ধ দান করে।

অনুবাদ

কোনও ব্রাহ্মণ যা পান তাতেই যখন সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর ধর্মাচরণ থেকে বিচ্যুত হন না, তখন সেই সকল ধর্মাচরণগুলিই তাঁর সর্বকামনা পূরণকারী কামধেনু হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩২

অসন্তুষ্টোঽসকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ ।
অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্বাঙ্গবিজ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

অসন্তুষ্টঃ—অতৃপ্ত; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **লোকান্**—বিভিন্ন গ্রহ; **আপ্নোতি**—তিনি লাভ করেন; **অপি**—তবুও; **সুর**—দেবতাদের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **অকিঞ্চনঃ**—অকিঞ্চন; **অপি**—হয়েও; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **শেতে**—তিনি বিরাজ করেন; **সর্ব**—সকল; **অঙ্গ**—তাঁর অঙ্গ; **বিজ্বরঃ**—সন্তাপ শূন্য।

অনুবাদ

কোনও অতৃপ্ত ব্রাহ্মণ স্বর্গের রাজা হলেও, গ্রহ-গ্রহান্তরে অস্থিরভাবে বিচরণ করে থাকেন। কিন্তু কোনও পরম তৃপ্ত ব্রাহ্মণ, নির্ধন হলেও, তাঁর সকল অঙ্গে সন্তাপ মুক্ত হয়ে শান্তিতে বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

যারা অতৃপ্ত, তারা বহু রোগব্যাধির অধীন হয়ে সর্বাঙ্গে সন্তাপ অনুভব করে। অথচ, কোনও আত্মতৃপ্ত ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব হলেও সে সুখী ও শান্ত হয়ে থাকে এবং তার দেহ মনে কোনও সন্তাপ থাকে না।

শ্লোক ৩৩

বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্ ।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্নমস্যে শিরসাসকৃৎ ॥ ৩৩ ॥

বিপ্রান্—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের; স্ব—তাঁদের আপন; লাভ—লাভ দ্বারা; সন্তুষ্টান্—সন্তুষ্ট; সাধূন্—সাধুভাবাপন্ন; ভূত—সকল জীবের; সুহৃৎ-তমান্—শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; নিরহঙ্কারিণঃ—অহঙ্কারশূন্য; শান্তান্—শান্ত; নমস্যে—আমি প্রণাম নিবেদন করি; শিরসা—আমার মাথা নত করে; অসকৃৎ—বারম্বার।

অনুবাদ

সেই সকল ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধায় বারম্বার আমার মাথা নত হয়ে আসে কারণ তাঁরা নিজ প্রাপ্তিযোগেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। সৎভাবাপন্ন, নিরহঙ্কারী এবং প্রশান্ত হয়ে তাঁরা সকল জীবের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *স্ব-লাভ* বলতে 'নিজেকে চিনতে পারা', বা পরোক্ষভাবে আত্মোপলব্ধিও বোঝায়। তাই কোনও উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কখনও জাগতিক রীতিনীতি বা সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর না করে সর্বদা তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ৩৪

কচ্চিদ্বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ ।
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

কচ্চিৎ—কি; বঃ—আপনার; কুশলম্—কুশল; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; রাজতঃ—রাজা হতে; যস্য—যার; হি—প্রকৃতপক্ষে; প্রজাঃ—প্রজা; সুখম্—সুখে; বসন্তি—বসবাস করে; বিষয়ে—দেশে; পাল্যমানাঃ—রক্ষিত হয়ে; সঃ—সে; মে—আমার; প্রিয়ঃ—প্রিয়।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আপনাদের রাজা কি আপনাদের কল্যাণে মনোযোগী? প্রকৃতপক্ষে, যে রাজার দেশের মানুষ সুখী ও সুরক্ষিত, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়জন।

শ্লোক ৩৫

যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্যেহ যদিচ্ছয়া ।
সর্বং নো ব্রূহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্যং করবাম তে ॥ ৩৫ ॥

যতঃ—যে স্থান থেকে; **ত্বম্**—আপনি; **আগতঃ**—আগমন করেছেন; **দুর্গম্**—দুর্গম সমুদ্র; **নিস্তীর্য**—পার হয়ে; **ইহ**—এখানে; **যৎ**—যে; **ইচ্ছয়া**—আকাঙ্ক্ষা; **সর্বম্**—সব কিছু; **নঃ**—আমাদের; **ব্রূহি**—বর্ণনা করুন; **অগুহ্যম্**—গোপনীয় না হয়; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কি; **কার্যম্**—কার্য; **করবাম**—আমরা করতে পারি; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

দুর্গম সমুদ্র অতিক্রম করে কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে আপনি আগমন করেছেন? যদি তা গোপনীয় না হয় তা হলে আমাদের এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করুন এবং আমাদের বলুন আমরা আপনাদের জন্য কি করতে পারি।

শ্লোক ৩৬

এবং সম্পৃষ্টসম্প্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা ।
লীলাগৃহীতদেহেন তস্মৈ সর্বমবর্ণয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **সম্পৃষ্ট**—জিজ্ঞাসিত; **সম্প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **পরমেষ্ঠিনা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **লীলা**—তাঁর লীলারূপে; **গৃহীত**—গৃহীত; **দেহেন**—তাঁর দেহ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সর্বম্**—সব কিছু; **অবর্ণয়ৎ**—তিনি বর্ণনা করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে, তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ তাঁকে সব কিছু বর্ণনা করলেন।

তাৎপর্য

গৃহীত শব্দটির অনুবাদ 'গ্রহণ করা' হতে পারে, এবং 'ধারণা করা বা হৃদয়ঙ্গম করা' বোঝাতেও পারে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ ধারণা করা হয়েছিল, হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করা হয়েছিল অথবা পরোক্ষভাবে, যখন ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত লীলা প্রদর্শন করতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে পরমাগ্রহে স্বীকৃত হয়ে থাকেন। এই সমস্ত লীলাসম্ভার অবশ্যই খেয়ালখুশি মতো বর্ণনা করা হয় না, বরং সেগুলি স্বয়ং শ্রীভগবানেরই পরিকল্পিত দুর্জ্ঞেয় ক্রিয়াকর্মের অঙ্গরূপে তিনিই সম্পাদন করে থাকেন, যাতে বদ্ধ জীবকুলের স্বাভাবিক ভগবৎ প্রেম ও ভক্তি জাগরিত করার এবং তাদের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের অনুকূলে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

শ্লোক ৩৭

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্ ।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গুণান্**—গুণাবলী; **ভুবন**—সকল জগতের; **সুন্দর**—হে সুন্দর; **শৃণ্বতাম্**—শ্রোতৃজনের; **তে**—আপনার; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **কর্ণ**—কর্ণের; **বিবরৈঃ**—রন্ধ্র পথে; **হরতঃ**—দূরীভূত করে; **অঙ্গ**—তাদের দেহের; **তাপম্**—তাপ; **রূপম্**—রূপ; **দৃশাম্**—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের; **দৃশিমতাম্**—যারা চক্ষুষ্মান; **অখিল**—সমগ্র; **অর্থ**—আকাঙ্ক্ষা পূরণের; **লাভম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত কৃষ্ণ; **আবিশতি**—প্রবেশ করছে; **চিত্তম্**—মন; **অপত্রপম্**—নির্লজ্জ; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন (ব্রাহ্মণ দ্বারা পঠিত, তাঁর চিঠিতে)—হে ভুবনসুন্দর, আপনার যে সব গুণাবলীর কথা শ্রোতার শ্রুতিগোচর হয় এবং তাদের দেহ ক্লেশ দূর করে, তা শ্রবণ করে এবং আপনার যে রূপটি দর্শনকারীর সকল দর্শন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে, তার কথাও শ্রবণ করে, হে কৃষ্ণ, আমার নির্লজ্জ মন আমি আপনাতেই নিবদ্ধ করেছি।

তাৎপর্য

রুক্মিণী ছিলেন রাজকন্যা, দৃঢ় ও সাহসী, এবং অধিকন্তু, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হারানোর চেয়ে মৃত্যু বরণে প্রস্তুত ছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করে তিনি তাঁকে অপহরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা করে সুস্পষ্টভাষায় বর্ণিত একটি মনখোলা পত্র লেখেন।

শ্লোক ৩৮

কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ-
বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্ ।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা
কালে নৃসিংহ নরলোকমনোঽভিরামম্ ॥ ৩৮ ॥

কা—কে; **ত্বা**—আপনি; **মুকুন্দ**—হে কৃষ্ণ; **মহতী**—সম্ভ্রান্ত; **কুল**—বংশ; **শীল**—চরিত্র; **রূপ**—রূপ; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **বয়ঃ**—বয়স; **দ্রবিণ**—সম্পদ; **ধামভিঃ**—এবং প্রভাব; **আত্ম**—কেবলমাত্র আপনাকে; **তুল্যম্**—তুল্য; **ধীরা**—ধৈর্যসম্পন্না; **পতিম্**—তাঁর পতিরূপে; **কুল-বতী**—সৎ পরিবারের; **ন বৃণীত**—পছন্দ করবে না; **কন্যা**—বিবাহযোগ্যা যুবতী; **কালে**—কালে; **নৃ**—মানুষের মধ্যে; **সিংহ**—হে সিংহ; **নরলোক**—মনুষ্য সমাজের; **মনঃ**—মনকে; **অভিরামম্**—আনন্দদানকারী।

অনুবাদ

হে মুকুন্দ, বংশ, চরিত্র, রূপ, বিদ্যা, বয়স ধন ও প্রভাবে আপনি কেবল আপনারই তুলনীয়। হে নরসিংহ, আপনি সকল মানবের মনোভিরাম। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে কোন্ সম্ভ্রান্তবংশীয়া, ধীরমনোভাবাপন্ন এবং সৎ পরিবারের বিবাহযোগ্যা কন্যা আপনাকে স্বামীরূপে পছন্দ করবে না?

শ্লোক ৩৯

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়াম্
আত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি ।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥ ৩৯ ॥

তৎ—সুতরাং; **মে**—আমার দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **খলু**—বস্তুত; **বৃতঃ**—পছন্দ করেছি; **পতিঃ**—পতিরূপে; **অঙ্গ**—প্রিয় প্রভু; **জায়াম্**—পত্নীরূপে; **আত্মা**—আমি স্বয়ং; **অর্পিতঃ**—সমর্পিত; **চ**—এবং; **ভবতঃ**—আপনার প্রতি; **অত্র**—এখানে; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **বিধেহি**—দয়া করে গ্রহণ করুন; **মা**—কখনও না; **বীর**—বীরের; **ভাগম্**—অংশ; **অভিমর্শতু**—স্পর্শ করা উচিত; **চৈদ্যঃ**—শিশুপাল, চেদির রাজার পুত্র; **আরাৎ**—সত্বর; **গোমায়ু-বৎ**—শৃগালের মতো; **মৃগ-পতেঃ**—পশুরাজ সিংহের সম্পদ; **বলিম্**—শ্রদ্ধার্ঘ; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমললোচন।

অনুবাদ

সুতরাং, হে প্রিয় প্রভু, আপনাকে আমার স্বামীরূপে আমি পছন্দ করেছি এবং আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। দয়া করে সত্বর আগমন করুন এবং আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমললোচন ভগবান, সিংহের সম্পদ হরণে শৃগালের চৌর্যের মতো শিশুপাল এসে যেন বীরের অংশ কখনও না স্পর্শ করে।

শ্লোক ৪০

পূর্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র-
গুর্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং
গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥ ৪০ ॥

পূর্ত—পুণ্যকর্ম দ্বারা (যেমন ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো, কূপখনন ইত্যাদি); **ইষ্ট**—যজ্ঞ সম্পাদন; **দত্ত**—দান; **নিয়ম**—আচার অনুষ্ঠান পালন (যেমন, তীর্থস্থান দর্শন); **ব্রত**—ব্রত; **দেব**—দেবতাদের; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **গুরু**—এবং গুরুদেব; **অর্চন**—আরাধনা দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য কার্যকলাপ দ্বারা; **অলম্**—যথেষ্টভাবে; **ভগবান্**—ভগবান; **পর**—পরম; **ঈশঃ**—ঈশ্বর; **আরাধিতঃ**—পূজিত; **যদি**—যদি; **গদ-অগ্রজঃ**—গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ; **এত্য**—এখানে উপস্থিত হয়ে; **পাণিম্**—হস্ত; **গৃহ্ণাতু**—যেন দয়া করে গ্রহণ করেন; **মে**—আমাকে; **ন**—না; **দমঘোষ-সুত**—দমঘোষের পুত্র শিশুপাল; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **অন্যে**—অন্য কেউ।

অনুবাদ

আমি যদি পুণ্য কর্ম, যজ্ঞ, দান, আচার অনুষ্ঠান ও ব্রত দ্বারা এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের অর্চনা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের যথেষ্ট আরাধনা করে থাকি, তা হলে দমঘোষের পুত্র বা অন্য কেউ নয়, যেন গদাগ্রজ এসেই আমার পাণিগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি সম্পর্কে আচার্যবর্গ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"রুক্মিণী অনুভব করেছিলেন যে, এক জীবনের চেষ্টায় কেউ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না। সুতরাং তিনি সাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের আগমন নিশ্চিত করার আশায়, সেই জীবনে এবং পূর্বজীবনে সম্পাদিত পুণ্যকর্মের কথা উল্লেখ করেছেন।"

শ্লোক ৪১

শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ ।
নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুল্কাম্ ॥ ৪১ ॥

শ্বঃ ভাবিনি—আগামীকাল; **ত্বম্**—আপনি; **অজিত**—হে অজিত; **উদ্বহনে**—বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়; **বিদর্ভান**—বিদর্ভে; **গুপ্তঃ**—গোপনে; **সমেত্য**—আগমন করুন; **পৃতনা**—আপনার সৈন্যের; **পতিভিঃ**—অধিনায়কদের দ্বারা; **পরীতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **নির্মথ্য**—পরাজিত করে; **চৈদ্য**—শিশুপাল, চৈদ্যের; **মগধ-ইন্দ্র**—এবং মগধের রাজা, জরাসন্ধ; **বলম্**—সৈন্য শক্তি; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **মাম্**—আমাকে; **রাক্ষসেন বিধিনা**—রাক্ষস পন্থায়; **উদ্বহ**—বিবাহ করুন; **বীর্য**—আপনার শৌর্য; **শুল্কাম্**—যার জন্য মূল্যদান করে।

অনুবাদ

হে অজিত, আগামীকাল যখন আমার বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হতে যাবে, আপনি গোপনে আপনার সেনা অধিনায়কদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিদর্ভে আগমন করুন। অতঃপর চৈদ্য ও মগধেন্দ্রের বাহিনীকে পরাজিত করে, আপনার শৌর্য দ্বারা আমাকে জয় লাভ করে রাক্ষস বিধান মতে আমাকে বিবাহ করুন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করছেন যে, রাজকীয় বংশজাত রুক্মিণীর নিশ্চিতরূপে রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যুৎকৃষ্ট ধারণা ছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একাকী ও অলক্ষিতে নগরীতে প্রবেশ করতে এবং তারপর তাঁর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবৃত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লক্ষ্মীদেবীকে নিষ্কর্ষণের জন্য ভগবানের সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধকে তুলনা করেছেন। আসন্ন আলোড়নে অপরূপা রুক্মিণীরূপ লক্ষ্মীদেবী লাভ করে।

শ্লোক ৪২

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্
ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্ ।
পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা
যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অন্তঃপুর—প্রাসাদের মহিলা আবাস কক্ষ; **অন্তর**—মধ্যে; **চরীম্**—চারণাকারী; **অনিহত্য**—হত্যা ব্যতীত; **বন্ধূন্**—তোমার আত্মীয়গণকে; **ত্বাম্**—তোমাকে; **উদ্বহে**—আমি গ্রহণ করব; **কথম্**—কিভাবে; **ইতি**—এরূপ কথা বললে; **প্রবদামি**—আমি বর্ণনা করছি; **উপায়ম্**—উপায়; **পূর্বে-দ্যুঃ**—পূর্বদিন; **অস্তি**—সেখানে; **মহতী**—মহা; **কুল**—রাজ পরিবারের; **দেব**—অধীশ্বর বিগ্রহের জন্য; **যাত্রা**—একটি শোভাযাত্রা;

যস্যাম্—যেখানে; **বহিঃ**—বাহিরে; **নব**—নব; **বধূঃ**—বধূ; **গিরিজাম্**—দেবী গিরিজা (অম্বিকা); **উপেয়াৎ**—গমন করে।

অনুবাদ

যেহেতু আমি প্রাসাদের অন্তঃপুরে বাস করব, তাই, আপনি বিস্মিত হতে পারেন, "আমি কিভাবে তোমার আত্মীয়গণকে হত্যা ব্যতীত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে পারব?" কিন্তু আমি আপনাকে একটি উপায় বলব—বিবাহের পূর্বদিন রাজ পরিবারের বিগ্রহের সম্মানে এক মহা শোভাযাত্রা হবে এবং দেবী গিরিজাকে দর্শন করার জন্য সেই শোভাযাত্রায় নববধূ নগরীর বাহিরে গমন করে থাকে।

তাৎপর্য

চতুর রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের তরফ থেকে সম্ভাব্য আপত্তি অনুমান করেছিলেন। তিনি অবশ্যই শিশুপাল ও জরাসন্ধের মতো মূর্খদের দমন করতে আপত্তি করবেন না কিন্তু তিনি অবশ্যই রুক্মিণীর আত্মীয়বর্গকে আহত বা নিহত করতে অসম্মত হবেন, বিশেষত নারীদের সুরক্ষিত স্থান, প্রাসাদের অন্দর মহলে যাওয়ার পথে যাদের কেউ হয়ত তাঁর পথ রোধ করবে। গিরিজা (দুর্গা) মন্দিরে যাওয়া এবং আসার শোভাযাত্রাটি রুক্মিণীর আত্মীয়বর্গের কোনও ক্ষতি না করেই তাঁকে হরণ করার পূর্ণ সুযোগ শ্রীকৃষ্ণকে এনে দেবে।

শ্লোক ৪৩

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

যস্য—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—পাদদ্বয়ের; **পঙ্কজ**—পদ্ম; **রজঃ**—রেণু দ্বারা; **স্নপনম্**—স্নান; **মহান্তঃ**—মহাত্মাগণ; **বাঞ্ছন্তি**—বাঞ্ছা করেন; **উমা-পতিঃ**—দেবী উমার স্বামী, ভগবান শিব; **ইব**—যেমন; **আত্ম**—তাদের নিজ; **তমঃ**—তমোগুণের; **অপহত্যৈ**—বিনাশ করতে; **যর্হি**—যখন; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে পদ্মনেত্র; **ন লভেয়**—আমি প্রাপ্ত হতে পারি না; **ভবৎ**—আপনার; **প্রসাদম্**—কৃপা; **জহ্যাম্**—আমি পরিত্যাগ করব; **অসূন্**—আমার প্রাণবায়ু; **ব্রত**—কঠোর ব্রতের দ্বারা; **কৃশান্**—ক্ষীণ; **শত**—শত; **জন্মভিঃ**—জন্মের পরে; **স্যাৎ**—হয়ত তা লাভ হবে।

অনুবাদ

হে পদ্মনেত্র, ভগবান শিবের মতো মহাত্মাগণও আপনার পাদপদ্মের রেণুতে স্নানের বাঞ্ছা করেন এবং এইভাবে তাদের তমোগুণ বিনাশ করেন। আমি যদি আপনার

অনুগ্রহ লাভ না করি, তবে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত পালনে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আমার প্রাণ ত্যাগ করব মাত্র। তা হলে, শত জীবনের প্রচেষ্টার পর, আমি হয়ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্যভাবময়ী রুক্মিণীর অসাধারণ ঐকান্তিকতা কেবলমাত্র অপ্রাকৃত স্তরেই সম্ভব হয়, কোনও জড় আসক্তির নশ্বর জগতে তা হয় না।

শ্লোক ৪৪

ব্রাহ্মণ উবাচ

ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব ময়াহৃতাঃ ।
বিমৃশ্য কর্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **এতে**—এই সকল; **গুহ্য**—গোপন; **সন্দেশাঃ**—বার্তাসমূহ; **যদুদেব**—হে যদুদেব; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আহৃতাঃ**—আনীত; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **কর্তুম্**—কর্তব্য; **যৎ**—যা; **চ**—এবং; **অত্র**—এই বিষয়ে; **ক্রিয়তাম্**—দয়া করে করুন; **তৎ**—তা; **অনন্তরম্**—অনন্তর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে যদুদেব, আমি এই গোপন বার্তা আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থায় দয়া করে যথা কর্তব্য বিবেচনা করুন এবং এখনই তা সমাধা করুন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ যখন উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রুক্মিণীর ঘরে বসে একান্তে লেখা, গোপন চিঠিটির সীলমোহর ভেঙেছিলেন। স্বয়ং রুক্মিণী নির্বাচিত বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণটি এখানে *গুহ্য-সন্দেশাঃ* পদটি ব্যবহারের দ্বারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন যে, তিনি এই বার্তার গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেননি। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তা শ্রবণ করেছেন। যেহেতু রুক্মিণীর বিবাহ দ্রুত এগিয়ে আসছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের সত্বর কার্যসমাধা করতে হবে। *যদুদেব* কথাটি স্পষ্টই বোঝাচ্ছে যে, শক্তিশালী যুদবংশের প্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত এবং তারপর যদি প্রয়োজন হয় তাঁর অনুগামীদের পরিচালনা করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা' নামক দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।